পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফাদাতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

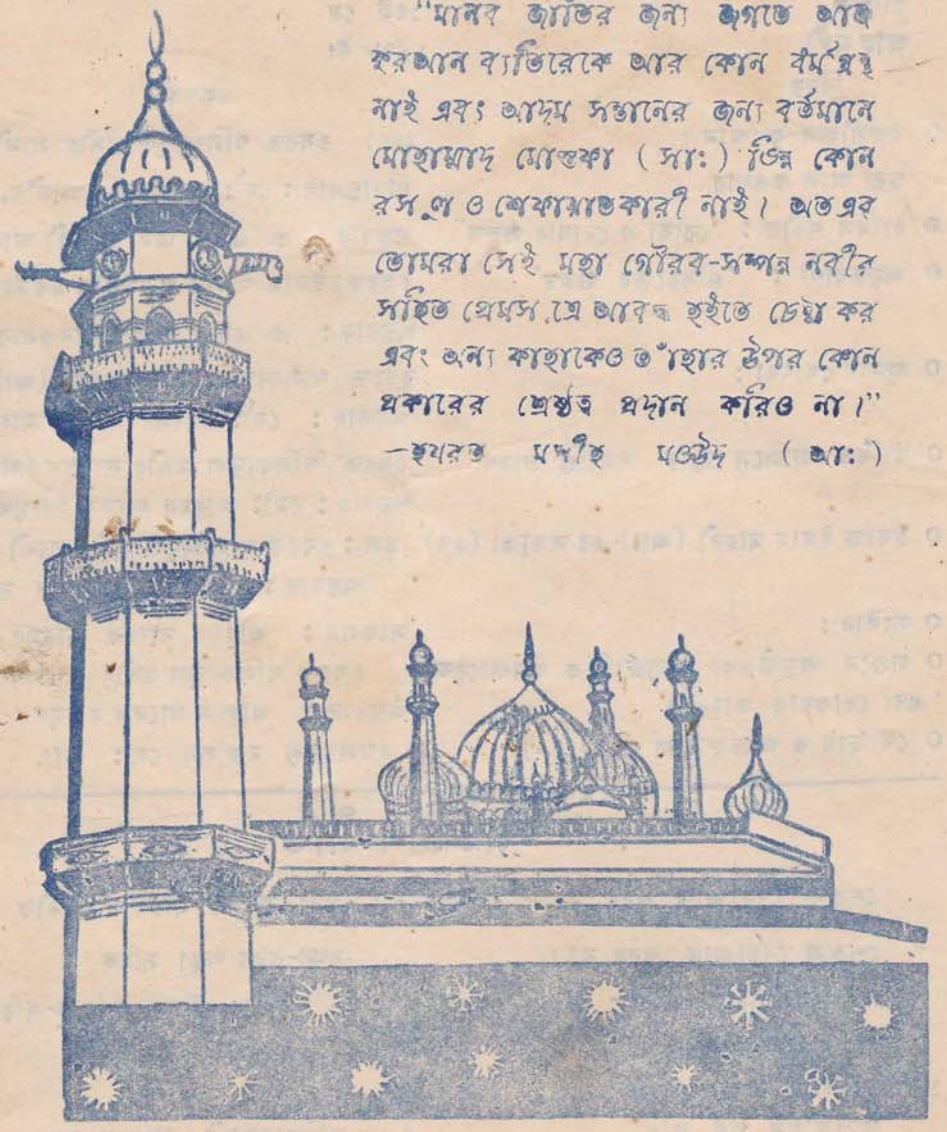

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ১লা সংখ্যা

৩১শে বৈশাখ, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই মে, ১৯৭৮ ইং : ৭ই জমাঃ সানি, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
১৫ই মে
১৯৭৮ ইং
৩১শ বর্ষ
১লা সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'রোযা ও রোযার গুরুত্ব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮
০ অমৃতবাণী : 'ওসিয়তের গুরুত্ব'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, আলী আনওয়ার	১০
০ জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১২
০ বার্ষিক মজলিসে শুরার সমাপ্তি ভাষণ	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৪
০ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা (২৭)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৮
০ সংবাদ :	সংকলন : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৩
০ লণ্ডনে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এবং দোওয়ার তাহ্‌রীক	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আই অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৬
০ খোদ্দাম ও আতফালের পাতা (১০)	বাংলাদেশ মজলিস খোঃ আঃ	১৭

আতফাল-গীতি

শের্‌ক্ বেদাআত করব না
শের্‌ক্ বেদাআত করব না !
দিশেহারাদের ডিঙি চড়ে
ঘূর্ণিপাকে পড়ব না !

১। ধর্মরেখে মাথার 'পরে
কর্ম-জীবন পূর্ণ করে
চলব সিধে রাস্তা ধরে
পাঁকের 'পরে পড়ব না !

২। চরণ তলে মাটির ধরা
প্রলোভনের বসুন্ধরা
আমরা শহীদ শপথ-করা
মৃতের ধরায় মরব না !

৩। নবী, রসুল, মাহদীর তরীক
রক্ষা-করব পন্থা সঠিক
ধাঁধাঁর বাঁধন শের্‌ক্-শরিক
জাহান্নামের জল্পনা !

৪। হুশিয়ারকারী আসছে ভবে
খোদার মক্‌বুল জানবে তবে
কেয়ামত গর্জন শোন্‌ছ সবে
মানবে কি না মানবে না !

—চৌধুরী আবদুল মতিন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ১লা সংখ্যা

৩১শে বৈশাখ, ১৩৮৫ বাং : ৩০শে ১৫ই মে, ১৯৭৮ ইং : ১৫ই জিঃত, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সূরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতঃপর কেবল হায়াতে মসীহ্‌র আকীদার ব্যাপারে নহে বরং আরও কতকগুলি আকীদার ব্যাপারে মুসলমানগণের চিন্তাধারায় মধ্যে বিভ্রান্তি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যথা—তাহাদের বিশ্বাস, যখন মসীহ আসিবেন, তখন তিনি তরবারীর বলে সকল কাফেরকে মুসলমান করিবেন এবং যাহারা ঈমান না আনিবে, তাহাদিগকে তিনি হত্যা করিবেন। মুসলমানগণ এ কথা চিন্তা করে না যে, কাফেরগণ জবরদস্তির চাপে পড়িয়া মুখে সত্যকে স্বীকার করিতে পারে কিন্তু তাহাদের মস্তিষ্কে ইহার কি প্রভাব পড়িবে। যদি তাহারা অন্তর দিয়া বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে এরূপ বিশ্বাসে কি উপকার দর্শিবে? তাহারা মুনাফেক হইবে। কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "হে আমার রসুল! তোমার নিকট মুনাফেকগণ আসিয়া সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি আল্লাহ্‌র রসুল এবং আল্লাহতায়ালাও এই সাক্ষ্য দেন যে, তুমি আল্লাহ্‌র রসুল। কিন্তু মুনাফেকগণ মিথ্যাবাদী।" কাহাকেও জোর করিয়া মানাইয়া লওয়া যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে তাহারা তো মুখে স্বীকার করিতেছিল যে "তুমি সত্য নবী।" ইহাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল যে, তাহারাও তাঁহাকে আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়া মানিয়াছে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, তাহাদের এই মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নহে। তাহাদের অন্তর এই কথা স্বীকার করে নাই। সুতরাং তাহারা মিথ্যাবাদী। লাঠির জোরে কাহাকেও কোন

কথা স্বীকার করাইলেও, তাহার মনও মস্তিষ্কে ইহার কোন প্রভাব পড়িবে না এবং তাহার এরূপ মৌখিক ঈমান কোন কাজে আসিবে না। যথা—তোমরা বল যে, খোদা এক এবং তাহারা বলে খোদা তিন। তোমরা লাঠির বাড়ি দিয়া তাহাদিগকে বলাইতে পার যে, খোদা এক, কিন্তু তাহাদের অন্তর বলিবে খোদা তিন। ফলে গায়ের জোরে তাহাদিগকে ঈমানদার বানাইতে গিয়া আমরা প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহাদের অন্তরে মুনাফেকাতের সৃষ্টি করিয়া বসিব। ইহা কোনও আনন্দের বিষয় হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের আকীদায় কায়েম ছিল এবং তাহাদের অন্তর ও বাহির এক ছিল এবং যদিও তাহাদের আকীদা ভ্রান্ত ছিল, তথাপি ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে বুঝাইয়া সোজা পথে আনার আশা ছিল। কিন্তু তোমরা যদি তাহাদিগকে জোর করিয়া মুখ দিয়া কিছু স্বীকার করাইতে বাধ্য কর এবং বল যে, তাহারা মনে যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস রাখুক, তাহা হইলে এতদ্বারা তাহাদিগকে মুনাফেকাতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করা হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে সত্য বলিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে দলিল প্রমাণাদি দিলে, তাহারা সত্যকে উপলব্ধি করিয়া অন্তর দিয়া মানিতে পারে। কিন্তু জবরদস্তির দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে মুনাফেকাতের অভ্যাস গঠন করিলে, বেঈমানীতে তাহাদিগকে পাকা পোক্ত করা হইবে। সুতরাং চিন্তাধারার সংশোধন অতীব জরুরী। এ কাজ ইসলামই করিয়াছে। অপর কোন ধর্ম এরূপ শিক্ষা দেয় নাই, যদ্বারা চিন্তাধারার সংশোধন হয়। মোটকথা, ইসলামের অনুগমণের অনিবার্য ফল হইল আত্ম-শুদ্ধি। ইহা অপর কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা সাব্যস্ত হইল যে, আত্ম-শুদ্ধির কাজ একমাত্র ইসলামই করিয়া থাকে।

এ পর্যন্ত নীতিগতভাবে আত্ম-শুদ্ধির সম্বন্ধে ইসলামী শিক্ষা পেশ করা হইয়াছে। এখন আমরা আমলের দিক দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ইসলাম বাস্তবে আত্ম-শুদ্ধি করে কি না। আমরা আরও দেখিব, ইহার মোকাবেলায় অপরাপর ধর্ম অতীতে অনুরূপ আত্ম-শুদ্ধির কাজ করিয়াছে কি না।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দাবীর প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিল আরবগণ এবং তাঁহার উপর যাহারা ঈমান আনে, তাহাদের মধ্যে ছিল কিছু স্ত্রীলোক, কিছু বালক এবং কতক পুরুষ। পুরুষগণের মধ্যে আবার ছিল কিছু কৃতদাস, যাহাদের সমাজে কোন স্থান ও মর্যাদা ছিল না। তাহাদের কোন গৃহ ছিল না, তাহাদের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে হত্যা করিলে, তাহাদিগের পক্ষ হইতে কেহ বলিবার

ছিল না। তাহারা মালিকের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইত। তাহাদিগের হেফাজতের জন্য তখন পর্যন্ত কোন আইন প্রণীত হয় নাই। যখন কতিপয় গোলাম আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিল, তখন তাহাদিগের মালিকগণ তাহাদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে উত্তপ্ত বালুকার উপর শোওয়াইয়া রাখিত. তাহাদিগকে পাথরের উপর দিয়া পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া করাইত, যাহার ফলে তাহাদিগের গায়ের চামড়া ছিলিয়া যাইত এবং গুরুতর যখম হইত। কিছু দিন পরে তাহাদের যায়ের জখম শুকাইয়া গেলে, তাহাদিগকে আবার পাথরের উপর দিয়া হিঁচড়াইয়া তাহাদিগের দেহ ক্ষতবিক্ষত করা হইত। মালিকগণ তাহাদিগের গোলামদের প্রতি দুর্ব্যবহার বার বার জারি রাখিত। ফলে তাহাদের গায়ের চামড়া মহিষের চামড়ার আকার ধারণ করিত। হযরত বেলাল (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার মালিক তাঁহাকে উত্তপ্ত বালুকার উপর চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া, জুতা পায়ে তাঁহার বুকে চড়িয়া কুর্দন করিত এবং আদেশ করিত, "বল, খোদাতায়ালা ছাড়া আরো বহু খোদা আছে।" মালিক এই যুলুম বহুক্ষণ যাবৎ জারি রাখিত। হযরত বেলাল (রাঃ) হাবশী ছিলেন। তিনি আরবী বলিতে পারিতেন না। যখন উক্ত প্রকারের যুলুম চরমে উঠিত, তখন তিনি বলিতেন, اسهد ان لا اله الا الله অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অপর কোন মাবুদ নাই।" পরবর্তী কালে যখন তাঁহাকে মদিনায় মোয়াজ্জেন নিযুক্ত করা হইল এবং তিনি পড়িতেন اشهد ان لا اله الا الله তখন যুবকগণ তাঁহার ভুল উচ্চারণ শুনিয়া হাঁসিত। কারণ তিনি "আশহাদো" পড়িতে পারিতেন না, তিনি "আসহাদো" পড়িতেন। বিদ্রূপকারী যুবকগণ সেই দৃশ্য দেখে নাই, যখন কাফেরগণ তাঁহার বুকে চড়িয়া কুর্দন করিত এবং আদেশ দিতে থাকিত, "বল, খোদা ছাড়া আরও অনেক মাবুদ আছে" এবং ইহার উত্তরে হযরত বেলাল (রাঃ) বার বার বলিতেন اشهد ان لا اله الا الله হযরত রসুল করীম (সাঃ) একবার যুবকগণকে হাঁসিতে দেখিয়া বলিলেন, আল্লাহতায়ালার নিকট বেলালের 'আসহাদো' শব্দ এত প্রিয় যে, তোমাদের 'আশহাদো' কোনই মূল্য রাখেনা। তোমরা জান না যে বেলাল কোন অবস্থায় আসহাদো বলিত? তাহার পিতামাতা, ভাই-ভগ্নি, পুত্র কন্যা, আত্মীয়-স্বজন এবং শুভাকাঙ্খী—তাহার উৎপীড়নকালে তাহাকে সাহায্য করিতে কেহ ছিল না। কাফেরগণ তাঁহার বুকে চড়িয়া নাচিত। গলির মধ্য দিয়া তাঁহাকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইবার সময় আদেশ দিত, "বল, খোদা এক নহে, বরং বহু মাবুদ আছে।" তখন তিনি বলিতেন, اشهد ان لا اله الا الله অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহতায়ালা ব্যতিরেকে আর কোন

মাবুদ নাই।" দেখুন ইহা কত শানদার ঈমান, যাহার নমুনা হযরত বেলাল (রাঃ) দেখাইয়াছেন। তাঁহারাই এই ঈমানের মূল্যায়ন করিতে পারিবে, যাহারা সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছিল এবং যাহাদের অন্তরে আল্লাহ এবং রসুলের ভালবাসা বিরাজমান। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দেওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার আযানের সত্যিকার মর্যাদা করিতে দুনিয়ায় আর কেহ ছিল না। কিছুকাল পরে যখন নূতন নূতন মানুষ আসিল, তখন তাহারা হযরত বেলাল (রাঃ)-এর আযান শুনিবার জন্য বার বার অনুরোধ জানাইতে লাগিল। ইহাতে সাহাবা (রাঃ আঃ) তাঁহাকে আযান দেওয়ার জন্য চাপ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বেশী চাপে পড়িয়া আযান দিতে রাজী হইলেন। যখন তিনি আযান দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হযরত রসুল করীম (সঃ)-এর যামানা সাহাবার স্মৃতি-পটে ভাসিয়া উঠিল এবং তাঁহারা আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, যেন মাতম পড়িয়া গিয়াছে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের দম বন্ধ হইয়া যাইবে। যখন হযরত বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করিলেন, তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং এই অসুখেই তিনি এন্তেকাল করেন। এই একটি ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, সাহাবা (রাঃ আঃ) কি প্রকার পবিত্রতা অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রেম কত গভীরভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দুনিয়ায় আর কোন্ সে নবী ছিলেন, যাঁহার জন্য তাঁহার অনুগামীগণের মধ্যে অনুরূপ প্রেমের প্রকাশের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়? কিন্তু ইসলামের মধ্যে এই প্রকার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ), যাঁহার অনুগ্রহরাজীর জন্য সারা মক্কা কৃতজ্ঞ ছিল, তিনি যাহা কিছু রোজগার করিতেন কৃতদাসগণকে মুক্ত করার জন্য ব্যয় করিতেন। এক বার তিনি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক রইসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রইস জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাইতেছেন?" তিনি বলিলেন, "এ শহরে আমার আর নিরাপত্তা নাই। এখন আমি অন্য কোথাও গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিব।" তখন সেই রইস বলিলেন," আপনার ন্যায় পুণ্যবান ব্যক্তি যদি এই শহর ছাড়িয়া যায়, তাহা হইলে এই শহর ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমি আপনাকে আশ্রয় দিতেছি। আপনি এ শহর ছাড়িয়া যাইবেন না।" তখন তিনি সেই রইসের আশ্রয়ে সেই শহরে (মক্কায়) ফিরিয়া

আসিলেন। তিনি প্রভাতে যখন কুরআন পড়িতেন, তখন স্ত্রীলোকগণ এবং বালক-বালিকাগণ তাঁহার ঘরের দেওয়ালে কান লাগাইয়া তাঁহার কুরআন পাঠ শুনিত। কারণ তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, করুণ এবং দরদপূর্ণ ছিল। যেহেতু কুরআনের ভাষা আরবী ছিল, সেইজন্য স্ত্রী-পুরুষ সকলেই উহার অর্থ বুঝিতে পারিত এবং উহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইত। যখন এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন সারা মক্কা শহরে এক আলোড়নের সৃষ্টি হইল যে, এরূপ হইলে সকলে 'বেদীন' হইয়া যাইবে। তখন লোকেরা সেই রইসের নিকট গেল, যিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং বলিল, "আপনি কেন তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন?" তিনি হযরত আবু বকরের নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনি এভাবে কুরআন পড়িতেছেন যে উহার প্রভাব দৃষ্টে মক্কাবাসীগণ নারাজ হইয়াছে।" তিনি বলিলেন, "ভাল কথা, আপনি আপনার আশ্রয় ফিরাইয়া লউন। আমি কুরআন পাঠ পরিত্যাগ করিতে পারি না।" তদনুযায়ী সেই রইস তাহার দেওয়া আশ্রয় ফিরাইয়া লইলেন। এই ঘটনা হইতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর তকওয়া এবং পবিত্রতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মক্কাবাসীগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শত্রু দুশমন ছিল এবং তাঁহাকে গালি দিত, কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর চরিত্র সম্বন্ধে লোকেরা এরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিল যে, সেই রইস একথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, আপনার ন্যায় মহান ব্যক্তি মক্কা ছাড়িয়া গেলে শহর ধ্বংস হইয়া যাইবে।" লোকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রশংসা করিত এবং তাঁহাকে অত্যন্ত সৎ ও সাধু বলিয়া জানিত। দুশমনের মুখের প্রশংসা ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে তিনি উচ্চ স্তরের পবিত্রতার অধিকারী হইয়াছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহাকেও লোকে অতি সৎ এবং সাধু বলিয়া জানিত। এইভাবে অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) সম্বন্ধেও লোকদের ধারণা ছিল যে, তাঁহারা অতি সৎ ছিলেন।

সাহাবা (রাঃ আঃ) সৎকর্মের এরূপ নমুনা দেখাইয়া ছিলেন যে, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কুত্রাপি কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। বদর, হুনায়ন এবং আহযাবের যুদ্ধে তাঁহারা এরূপ কুরবানী করিয়াছিলেন যে, উহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন দেশের কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। আহযাবের যুদ্ধে মুসলমানগণের সংখ্যা মাত্র সাত শত ছিল এবং কাফেরগণের সংখ্যা ছিল প্রায় পনর হাজার। মুইরের ন্যায় ইসলামের দুশমন লিখিয়াছে, বড়ই বিস্ময় বোধ হয় এত অল্প সংখ্যক লোক কিভাবে এক বিরাট বাহিনীকে রুখিয়াছিল। অতঃপর মুইর লিখিয়াছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বিরাট এক বাহিনীকে যদি কোন কিছুতে রুখিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা হইল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি তাঁহার

সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর উন্মত্ত প্রেম। মুইর আরও লিখিয়াছে যে, এরূপ অনেকবার ঘটিয়াছিল যে, দুশমন গড়খাই ফাঁদিয়া আগে বাড়িয়া গিয়াছে এবং মনে হইয়াছে, তাহারা মদিনা শহরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যখনই দুশমনের হাজার হাজার লস্কর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তাঁবুর দিকে মুখ করিয়াছে, তখনই মনে হইয়াছে সাহাবা (রাঃ আঃ) পাগল হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার তাঁবুর চারিদিকে জমা হইয়া এরূপ আত্মহারা হইয়া লড়িয়াছেন এবং জীবন দান করিয়াছেন যে অল্প সময়ের মধ্যে দুশমন ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। একবার দুইবার নহে, এইরূপ দৃশ্য বার বার নযরে পড়ে। যেদিকে দৃষ্টি পাত করা গিয়াছে, সাহাবা (রাঃ আঃ)-কে পতঙ্গের ন্যায় আত্মদান করিতে দেখা গিয়াছে।

একদা কফেরগণ ধোকা দিয়া ছয় সাহাবা (রাঃ আঃ)-কে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায় এবং তাঁহাদিগকে এমন লোকের হাওলা করিয়া দেয় যাহাদের বাপ যুদ্ধে মারা গিয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে যখন কাফেরগণ হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিল, তখন সকলে আসিয়া একত্রিত হইল। আবু সুফিয়ানকেও ডাকা হইয়াছিল। সেই সাহাবীর গর্দান কাটিবার জন্য যখন কাঠের উপর তাঁহার ঘাড় রাখা হইল, তখন তিনি নামায পড়ার জন্য অবসর চাহিলেন। তাহারা তাঁহাকে নামায পড়িবার অনুমতি দিল। তিনি নামায সমাপন করিয়া কাফেরগণকে বলিলেন, "আমার সুদীর্ঘ নামায পড়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যাহাতে তোমরা মনে না কর যে আমি মরিতে ভয় পাইয়াছি, সেই জন্য শীঘ্র নামায শেষ করিলাম।" অতঃপর তিনি এক কবিতা পাঠ করিলেন, যাহার অর্থ এই যে, "আল্লাহর পথে মরিবার সময়, মাথা কাটিয়া ডাহিনেই পড়ুক অথবা বামেই পড়ুক, তাহাতে কি আসে যায়; প্রত্যেক অবস্থাই আনন্দ জনক।" অপর সাহাবীকে কাফেরগণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কামনা কর না যে, এখন তুমি মদিনায় নিজ গৃহে আরামে বসিয়া থাকিতে এবং তোমার স্থানে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের হস্তে বন্দী হইতেন?" তিনি বলিলেন, "তোমরা তো বলি তছ যে, আমি মদিনায় আপন গৃহে আরামে বসিয়া থাকিতাম এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমার স্থানে বন্দী হইতেন, কিন্তু খোদার কসম, আমার মন তো ইহাও চাহে না যে, আমি আরামে নিজ গৃহে বসিয়া থাকি এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মদিনার গলি দিয়া চলিতে তাঁহার পায়ে কাঁটাও ফুটিয়া যাউক।" আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার সাহাবার মধ্যে কি প্রকার আত্মশুদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহাদের অন্তরে তাঁহার প্রতি অপূর্ব প্রেম গভীরভাবে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, বর্ণিত ঘটনা সমূহ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে। পৃথিবীর কোথাও ইহার নযীর পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে বাড়ির পুরুষ যুদ্ধে গেলে স্ত্রীলোকেরা কাঁদে। পক্ষান্তরে মদিনায় স্ত্রীলোকগণ তাহাদের স্বামীগণকে জেহাদে যাইবার জন্য রাযী করিত। হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন তবুকের যুদ্ধের জন্য বাহির হইয়া চলিয়া যান, তখন এক সাহাবী, যিনি কয়েক দিন পূর্বে কার্য উপলক্ষে

বাহিরে ছিলেন, ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর জন্য স্বাভাবিক প্রেম থাকে। সুতরাং বহিরাগত সাহাবী তাঁহার স্ত্রীকে আদর করিতে চাহিলেন। তিনি আগে বাড়িতেই তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে দূর হইতেই ধাক্কা দিয়া পিছনে হটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তোমার লজ্জা বোধ হয় না যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) গিয়াছেন জেহাদে এবং তুমি আসিয়াছ স্ত্রীর সহিত প্রেম করিতে।?" স্ত্রীর বচণ শুনিয়া সেই সাহাবী পিছনে হটিয়া গেলেন, দরজা খুলিলেন এবং যুদ্ধে চলিয়া গেলেন। সাহাবার অন্তরে রসুল-প্রেম কত শক্তিশালী ছিল, এই ঘটনা তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত ইহার মোকাবেলায় হযরত মুসা (আঃ)-এর কওমের ব্যবহার দেখুন। যখন যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল

اذهب , انت و ربك فقاتلا انا ههنا قاعدون অর্থাৎ, "তুমি এবং তোমার রব উভয়ে মিলিয়া গিয়া যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব। যখন যুদ্ধ জয় হইবে, তখন আমরা গিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব" (সুরা মায়েদা—৪র্থ রুকু)। অতঃপর ঈসা মসিহ (আঃ)-এর হাওয়ারীগণকে দেখুন। যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে রোমক সিপাহীগণ ধরিয়া লইয়া গেল, তখন তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় হাওয়ারী পিতর, যিনি তাঁহার পরে তাঁহার খলিফা হইয়াছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিলেন। যখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল, "ইনি তাঁহার এক হাওয়ারী, তাহাকেও গ্রেপ্তার করা উচিত।" ইহা শুনিয়া জনতা তাঁহার দিকে ধাইয়া আসিল এবং তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন,, "আমি তাহাকে (হযরত ঈসা (আঃ))-কে) অভিশাপ দিই। আমি তো জানিও না যে, এ কে?" ইহা শুনিয়া লোকে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তিনি আবার আগে যাইতে লাগিলেন। আবার একজন তাহাকে দেখাইয়া বলিল, "এও তাহার একজন হাওয়ারী। ইহাকে ধর।" তিনি তখন দ্বিতীয়বার হযরত ঈসা (আঃ-কে অভিশাপ দিলেন। ইহাতে লোকে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তৃতীয়বার আবার লোকের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল এবং তাহারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি তৃতীয়বার হযরত ঈসা (আঃ)-কে অভিশাপ দিলেন। এমন সময় মোরগ ডাকিল এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর এক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। পিতর হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলিয়াছিলেন; "আমি আপনাকে এত বেশী ভালবাসি যে আমি কখনও আপনাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।" হযরত ঈসা (আঃ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তুমি তোমার প্রেমের মৌখিক প্রকাশ করিয়াছ। কিন্তু তুমি অদ্য রাত্রি প্রভাতের পূর্বে মোরগ না ডাকিতে তিনবার আমাকে অভিশাপ দিবে।" বস্তুতঃ পিতর তৃতীয়বার অভিশাপ দেওয়ার সঙ্গে মোরগ ডাকিয়া উঠিল এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল কোথায় হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুগামীগণের নমুনা এবং কোথায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবা (রাঃ)-এর নমুনা। এ দুয়ের মধ্যে সুদূরতম কোন মিলের চিহ্নও বর্তমান নাই। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

২৭। রোযা ও রোযার গুরুত্ব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৩। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযি আল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"যে ব্যক্তি ভুলক্রমে রোযার মধ্যে পানাহার করে, তাহার রোযা নষ্ট হয় না। সে তাহার রোযা পূরা করিবে। কারণ আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন। অর্থাৎ, সে জানিয়া শুনিয়া তাহা করে নাই।" ['বুখারী', কেতাবুস্ সাওম' বাবুস্ সায়েমে ইযা আকালা আও শারেবা ; ১ : ২৫৯ পৃঃ]

১৯৪। হযরত জায়েদ বিন্ খালেদ আল্জোনী রাযি আল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে রোযা এফ্তার করায়, (অর্থাৎ অন্যের রোযা খোলায়) সে রোযা রাখার সমান সাওয়াব পাইবে। কিন্তু ইহাতে রোযাদারের সাওয়াবের কোনো কমি হইবে না।" ['তিরমিযি ; কেতাবু সাওম, বাবু ফাযলে মান্ ফআতারা সায়েমান ; ১ : ১০০ পৃঃ]

১৯৫। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযি আল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি ইমানের তাগিদে এবং সাওয়াবের জন্য রমযানের রাত্রিতে উঠিয়া নামায পড়ে, তাহার পূর্বেকার গোনাহ্ বখশান হয় (মার্জনা হয়) ['বুখারী ; কেতাবুস সাওম, বাবু ফাযলে মান্ কামা রামযানা', ১ঃ ২৬০, মুসলিম, ১ ১ ২৯২ পৃঃ]

১৯৬। হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আনহা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিনে এয়তেকাফ বসিতেন এবং তাঁহার (সাঃ) ওফাতে পর্যন্ত এই রীতি ছিল। অতঃপর, তাঁহার পবিত্র সহ-ধর্মীনিগণও এই সব দিনে এ'তেকাফ বসিতেন। ['বুখারী কেতাবুল এয়তেকাফ, বাবুল এয়তেকাফে ফিল্ আশরিল আওয়াখে,' ১ : ২৭১ পৃঃ]

১৯৭। হযরত ইব্নে উমর রাযি আল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোনো কোনো সাহেবাকে 'লাইলাতুল-কদর স্বপ্নযোগে রমযানের শেষে সাত দিনের মধ্যে দেখান হইল। ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন :

"আমি দেখিতেছি তোমাদের স্বপ্ন 'লাইলাতুল কদর' রমযানের শেষ সপ্তাহে হওয়ায় ঐক্যযুক্ত। সুতরাং যে 'ব্যক্তি লাইলাতুল্ কদর' (মহা সম্মানিত রাত্রি) অন্বেষণ করিতে চাহে, সে রমযানের শেষ সপ্তাহে করিবে।" ['বুখারী,' কেতাবুল সাওমে, এলতেমাসু লাইলাতাল কদরে ফি সাবয়াতিল আওয়াখেরে,' ১ : ২৭০ পৃ :]

১৯৮। হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন, "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম : হে আল্লাহ্‌র রসুল, যদি আমি জানিতে পারি যে, ইহা লাইলাতুল-কদর, তবে আমি কি দোওয়া করিব?" ইহাতে হুজুর (সা:) ফরমাইলেন : তুমি এই দোওয়া করিও—"হে খোদা আমার! তুমি অতীব ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর। আমাকে ক্ষমা কর, আমার গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও।"

['তিরমিযী, কেতাবুদ দায়াওয়াত,' ২ : ১৯০ পৃ :]

১৯৯। হযরত আবু দরদা রাযি আল্লাহু আনহু বলেন : "আমার বন্ধু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে তিন বিষয়ের তাগিদ দিয়াছেন, যাহা আজীবন আমি ছাড়িব না। এক, তিনি (সা:) ফরমাইয়াছেন যে, আমি যেন প্রতি মাসে তিন রোযা রাখি। দুই, চাশতের নামায পড়ি। তিন, বেতর না পড়িয়া নিদ্রা না যাই।" ['মুসলিম', কেতাবুস্ সালাত, বাবু ইস্তেহ্‌বাবে সালাতিয্ যোহা', ১-১:২৭৮ পৃ:]

২০০। হযরত আবু যার রাযি আল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যদি সাওয়াব অর্জন করিতে চাও, তবে প্রত্যেক মাসে 'আইয়ামেল-বীয' অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখিবে।" ['তিরমিযি', কেতবুস্ সাওম বাবু সাওমে সালাসাতু আইয়ামিন মিন্ কুল্লে শাহ্‌র,' ১ : ৯৫ পৃ:] (ক্রমশ:)

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

---

০ খোদার পরে মোহাম্মাদ (সা:)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের
[ফারসী দুররে সমীন]

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

ওসিয়তের অপরিসীম গুরুত্ব

"আমাকে একটি স্থান প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং জানান হইয়াছে যে, ইহা আমার কবরের স্থান হইবে। আরো একটি স্থান আমাকে দেখান হইয়াছে এবং উহাকে বেহেস্তী-মাক্‌বেরা নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং প্রকাশ করা হইয়াছে যে ইহা জামাতের সেই সমুদয় মনোনীত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্র, যাঁহারা বেহেশতী '.....এইজন্য, আমি আমার উদ্যানের নিকটে আমার স্বত্বাধিকারভুক্ত ভূমি, যাহার মূল্য হাজার টাকার কম হইবে না, এ কাজের জন্য মনোনীত করিয়াছি এবং দোয়া করিতেছি, যেন খোদা ইহাতে বরকত প্রদান করেন এবং ইহাকেই বেহেস্তী মাক্‌বেরাতে পরিণত করেন, এবং ইহা জামাতের সেই সকল পবিত্র চিত্ত ব্যক্তিগণের নিদ্রাস্থান হয়, যাঁহারা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর যাবতীয় কার্যের উপর স্থান দান করিয়াছেন ও সংসার প্রেম পরিহার করিয়াছেন এবং খোদার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন এবং রসুল সাঃ)-এর সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্য নিষ্ঠার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমীন, হে রাব্বিল্-আলমীন।

আবার আমি দোয়া করিতেছি, হে আমার সর্ব শক্তিমান খোদা, এ ভূমিখণ্ড আমার জামাতের সেই পবিত্র চিত্ত ব্যক্তিগণের জন্য সমাধিক্ষেত্রে পরিণত কর, যাঁহারা প্রকৃতই তোমার হইয়া পড়িয়াছেন এবং যাহাদের কার্যকলাপ পার্থিব স্বার্থ ও উদ্দেশ্যমূলক নয়। আমীন, হে রাব্বিল আলামীন।

অতঃপর আমি তৃতীয়বার দোয়া করিতেছি, হে আমার শক্তিমান ও দয়ালু, হে ক্ষমা-শীল ও সৎকার্য পুনঃ পুনঃ পুরস্কারদাতা খোদা! তুমি শুধু সেই লোকদিগকে এখানে সমাহিত হইতে দাও, যাঁহারা তোমার এই প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখেন এবং যাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কপটতা, স্বার্থপরতা ও অন্যায় সন্দেহ নাই; এবং ঈমান ও অনুবর্তীতার সম্পূর্ণ হক পূর্ণ করেন এবং তোমারই জন্য, তোমারই পথে সানন্দে জীবন উৎসর্গ করেন, যাঁহাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং যাহাদের সম্বন্ধে তুমি জান যে, তাঁহারা সর্বতোভাবে তোমার প্রেমে বিলীন হইয়া গিয়াছেন এবং তোমার প্রেরিত জনের সহিত বিশ্বস্ততা, পূর্ণ শিষ্টাচার ও অকপট বিশ্বাস সহকারে প্রেম ও ভক্তির সম্বন্ধ রাখেন। আমীন, হে রাব্বিল আলামীন।

যেহেতু এই কবরস্থান সম্বন্ধে অতীব মহান অনেক সুসংবাদ প্রাপ্তহইয়াছি, এবং খোদা ইহাকে শুধু বেহেস্তী-মাক্‌বেরাই বলেন নাই, বরং ইহাও বলিয়াছেন যে,

اُنْزِلَ فِيْهَا كُلُّ رَحْمَةٍ—অর্থাৎ, "সর্বপ্রকার অনুগ্রহ এই কবরস্থানে অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং এমন কোন অনুগ্রহ নাই, যাহাতে এই কবরস্থানবাসিগণের অংশ নাই," তজ্জন্য খোদা তাঁহার প্রচ্ছন্ন ওহি দ্বারা এই কবরস্থানের জন্য এমন শর্ত নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত আমার মনকে আকৃষ্ট করিয়াছেন যে, যাহার ফলে কেবলমাত্র তাঁহারাই ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ ও পূর্ণ সাধুতা বশতঃ সেই শর্তগুলি পালন করেন।..... ...

সমগ্র জামাত হইতে এই কবরস্থানে শুধু সেই সকল ব্যক্তিই সমাহিত হইবেন, যিনি এই ওসিয়ত করিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তির দশমাংশ সেল্‌-সেলার নির্দেশানুসারে ইসলামের বিস্তার ও কোরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে। প্রত্যেক সাদেক ও কামেলুল-ঈমান ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ওসিয়ত ইহা অপেক্ষাও অধিক লিখিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কম হইবে না। এই আয় সাধু ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্বলিত একটি আঞ্জুমানের উপর সোপর্দ থাকিবে। তাঁহারা, পরস্পর পরামর্শানুক্রমে ইসলামের উন্নতি, কোরআনের জ্ঞান প্রচার ও ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক বিস্তার এবং সেলসেলার প্রচারকগণের জন্য, উপরোক্ত নির্দেশানুসারে, তাহা ব্যায় করিবেন। খোদাতায়ালার অঙ্গীকার আছে যে, তিনি এই সেলসেলাকে উন্নতি প্রদান করিবেন। এজন্য আশা করা যায় যে, ইসলাম বিস্তারের জন্য এইরূপ অর্থের বহু সমাগম হইবে এবং ইসলাম প্রচারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যাপার, যাহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার এখনো সময় আসে নাই, তৎসমুদয়ই এই অর্থ দ্বারা নির্বাহ হইবে। যখন এই পরিচালকগণের এক সম্প্রদায় ইহধাম ত্যাগ করিবেন, তখন তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত যাহারা হইবেন, তাঁহাদেরও ইহাই কর্তব্য হইবে যে, তাঁহারা এই সমুদয় কার্য সেল্‌সেলা আহ্‌মদীয়ার নির্দে-শানুযায়ী পরিচালনা করিবেন। এই অর্থে সেই সকল এতীম, মিস্‌কীন ও নও মোসলেমের হক থাকিবে, যাহাদের জীবিকা নির্বাহের যথেষ্ট উপায় নাই, অথচ তাহারা সেল্‌সেলা আহ্‌মদীয়া-ভুক্ত। এই অর্থ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করা সঙ্গত হইবে।

মনে করিও না যে এ সব কেবল কল্পনাতীত কথা। বরং ইহা সেই স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিপতি, সর্বশক্তিমান খোদার এরাদা। এত অর্থের সমাগম কিরূপে হইবে, এরূপ জামাত কিরূপে সৃষ্টি হইবে, যাহা ঈমানে তেজদীপ্ত হইয়া এরূপ বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়া সম্পাদন করিবে, সে সম্বন্ধে আমার কোনই ভাবনা নাই, বরং আমার ভাবনার বিষয় এই যে, আমাদের সময়ের পর, যাহাদের হস্তে এই অর্থ সোপর্দ করা হইবে, তাহারা যেন অর্থ প্রাচুর্য সন্দর্শন করিয়া বিভ্রান্ত না হইয়া পড়ে এবং সংসার-প্রেমে নিমজ্জিত না হয়। তাই, আমি দোয়া করিতেছি, সর্বদাই যেন এই সেল্‌সেলা এমন সব বিশ্বস্ত ব্যক্তি লাভে সমর্থ হয়, যাঁহারা খোদার জন্য কাজ করিবেন।.........

তৃতীয় শর্ত, এই কবরস্থানে যাঁহারা সমাহিত হইবেন, তাঁহারা হইবেন মোত্তাকী, সর্বপ্রকার হারাম হইতে আত্ম-রক্ষাকারী, শেরেক ও বেদাতের কার্য হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ, খাঁটি ও সরলান্তঃকরণ বিশিষ্ট মুসলমান ....

একথাও বলা আবশ্যক যে, আমার জামাতের মধ্যে প্রত্যেকেই, যিনি এই লিপিকা প্রাপ্ত হইবেন, তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ইহা প্রকাশ করিবেন এবং যথাসম্ভব ইহার প্রচার করিবেন ও স্বীয় ভাবী বংশধরগণের জন্য ইহা সযত্নে রক্ষা করিবেন এবং বিরুদ্ধবাদিগণকেও ভদ্রভাবে ইহার সম্বন্ধে জ্ঞাত করিবেন এবং প্রত্যেক কুবাক্য প্রয়োগকারীর সর্বপ্রকার কুবাক্য শ্রবণে ধৈর্য ধারণ করিবেন এবং দোয়ায় নিমগ্ন থাকিবেন।

(আল-ওসিয়ত ; পৃঃ)

অনুবাদ ঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

জুমার খোৎবা

হযরত আকদাস খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৪শে মার্চ ১৯৭৮ ইং (২৪ শে আমান, ১৩৫৭ হিঃ শাঃ) মসজিদ আকসা, রাবওয়া]

তাশাহুদ, তায়াউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হযরত আমিরুল মোমেনীন (আইঃ) বলেন: ইসলামী শিক্ষা ও তা'লীম শুধু একটি দর্শনই নয়, বরং উহার উদ্দেশ্য, মানুষ যেন উহার উপর আমল করিয়া স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জন করিতে পারে। উহা (ইসলামী শিক্ষা) মানব জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্র ও অবস্থার সহিত সম্পৃক্ত। ইহা ব্যক্তিকে তাহার ব্যক্তিগত দায়িত্বাবলীরও নির্দেশ দান করে এবং সমষ্টিগত দায়িত্বাবলী সম্বন্ধেও অবহিত করে। ইহা এক কামেল ও পূর্ণ শিক্ষা। সেই জন্যই আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন: الخير كله في القرآن (এলহাম, হযরত মসীহ্ মওউদ আঃ)

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের কল্যাণ ও ভালায়ী ইহার মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু কেবল একটি কেতাব বা গ্রন্থ যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত উহার উপর আমল করার বাস্তব নমুনা ও দৃষ্টান্তও মওজুদ না থাকে এবং ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করার কামেল নমুনা ও আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের পবিত্র ও মহান সত্বায়। কেননা তিনি মানব জীবনের প্রত্যেক প্রকারের অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অবস্থাতেই তিনি কামেল নমুনা রাখিয়াছেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, কামেল কেতাব ও কামেল নমুনার পরিপ্রেক্ষিতে যে চূড়ান্ত ফল নিরূপিত হয়, তাহা এই যে, আমরা যেন এতদউভয়ের অনুসরণ করিয়া নিজেদের যাবতীয় স্বভাবজ ক্ষমতা ও শক্তির পরিপোষণ ও প্রবৃদ্ধি সাধন করিয়া খোদাতায়ালা এবং তাঁহার সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল হক বা দায়িত্ব পালন করি এবং আল্লাহ্তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও মহব্বত সৃষ্টি করায় চেষ্টিত হই। ইহা সুস্পষ্ট যে, এতদউদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। সেজন্য আমাদিগকে تعاونوا على البر والتقوى (তোমরা নেকী ও তকওয়ার বিষয়ে পরস্পর সহযোগিতা কর)-এর আদেশ দান করা হইয়াছে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, আমাদের জামাতের সমষ্টিগত জিম্মাদারী শুধু চাঁদা দিলেই পূর্ণ হইতে পারে না চাঁদা তো আমাদের উক্ত উদ্দেশ্য হাসিলের একটি উপায় ও পন্থা মাত্র অন্যথায় আমাদের আসল জিম্মাদারী এই যে আমরা যেন দ্বীনের প্রচার ও

প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের তালীম ও তরবিয়তের প্রতি সযত্নে মনোনিবেশ করি। এখন আমাদের জামাতের চতুর্থ নসল বা জেনারেশনের জন্ম শুরু হইয়া গিয়াছে। এই জেনারেশন যখন যৌবনে উপনীত হইবে, তখন ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের আসমানী অভিযান এরূপ এক যুগে প্রবেশ লাভ করিবে, যাহা হইবে আমাদের বিবেচনায়, ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রাধান্য বিস্তারের যামানা। গালাবায়ে-ইসলামের এই অর্থ নয় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা রাজত্ব সমূহ পাওয়া যাইবে। বরং উহার অর্থ এই যে, ইসলামের সর্বাঙ্গীন সুন্দর শিক্ষা এবং রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের 'হুসম ও এহ্সান'—আদর্শগত সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের জ্যোতির্বিকাশ বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবহৃদয় সমূহকে প্রেমাভিভূত করিবে। ইসলামে নব দীক্ষিতগণ তখন এই দাবী ও জানাইবে যে, আমলী (ব্যবহারিক) জীবনে ইসলামের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে পেশ কর। সুস্পষ্ট যে, ঐ প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে মুখে নয়, বরং আমল ও কাজের দ্বারা পেশ করিতে হইবে। এই আমলী নমুনাই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের পথ-প্রদর্শন করিতে পারে। এই নমুনাকে কায়েম করার এবং কায়েম রাখার জন্য যে সকল খরচ আমরা করিয়া থাকি, সে উদ্দেশ্যেই আমরা চাঁদা দেই। এখন, ইহা স্পষ্ট যে, আসল গুরুত্ব চাঁদা সমূহের নয়, বরং সেই কাজের, যে কাজ এই সকল চাঁদার দ্বারা সম্পাদিত হয়। আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন তো আল্লাহ্-তায়ালা স্বয়ং তাঁহার ফজলের দ্বারাই পূরণ করেন। জামাত খোদাতায়ালার ফজলে এত আর্থিক কুরবানী করিয়া থাকে, তারপর তাহাদের সেই কুরবানীতে আল্লাহ্তায়ালা এতই বরকত দান করেন যে, অন্যেরা উহার আন্দাজ বা কল্পনা করিতেও অক্ষম।

মালী কুরবানী প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) জামাতকে এবিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, সদর আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার মালী সাল শেষ হইতে একমাস কিছু দিন বাকী থাকার পরিপ্রেক্ষিতে জামাতের কর্মকর্তাগণ এবং আহ্বাব (ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ)-এর উচিত, তাঁহারা যেন লাজেমী চাঁদা সমূহ আদায় সম্পর্কিত তাঁহাদের জিম্মাদারী নির্ধারিত সময়ের ভিতরে সম্পন্ন করিতে চেষ্টিত হন, যাহাতে তৎপর আমরা আমাদের আসল জিম্মাদারীসমূহ পূর্ণ করিতে সক্ষম হই। আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে আমাদের বংশধরদিগকে শামলাইবার, তাহাদের সহি তরবিয়ত করার এবং আমাদের যাবতীয় দ্বীনী দায়িত্বসমূহ সুষ্ঠুভাবে পালন করার তওফিক দান করুন আমীন।"

(দৈনিক আল ফজল, ২৫শে মার্চ ১৯৭৮ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

৫৭তম মজলিসে-শুরার সমাপ্তি ভাষণ

হযরত আকদাস খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

রাবওয়া, ২রা এপ্রিল (২রা শাহাদত) মজলিসে শুরার সমাপনি অধিবেশনে প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণে হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন : ইহা একমাত্র আল্লাহতায়ালার ফজল ও এহসান যে, জামাত আহমদীয়াকে যে উদ্দেশ্যে কায়েম করা হইয়াছে, সফল লাভ করার পথে জামাত দ্রুত পদক্ষেপে আগাইয়া চলিয়াছে। আর্থিক কুরবানীর ময়দানেও জামাত খোদাতায়ালার ফজলে বৃহদতর কুরবানী পেশ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, কুরআন বিস্তার ও ইসলাম প্রচারের অভিযানেও অত্যন্ত ব্যাপকতা ও প্রসারতার সৃষ্টি হইতেছে। হুজুর বলেন, হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই ও সাল্লাম কর্তৃক সর্বাঙ্গীনরূপে যে হেদায়েতের পুর্ণতা সাধিত করা হইয়াছিল, উহার তবলীগ ও প্রসারের পুর্ণতা সাধিত হওয়া স্বয়ং হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দেওয়া সুসংবাদ অনুযায়ী আখেরী যামানায় হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমেই নির্ধারিত ছিল। কুরআন করীমের আকারে যে আখেরী ও পূর্ন শরিয়ত আমাদিগকে দান করা হইয়াছে, উহার সম্পর্ক কুরআনের নযুল হইতে আরম্ভ করিয়া কেয়ামতকাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উহা কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের সমস্যাবলীর সমাধান করিবে। এই সূত্রে ইহার প্রচার ও প্রসার প্রসঙ্গে যে বিষয়টি প্রকট হইয়া সামনে আসে তাহা হইল এই — ১) ধর্মীয় দিক দিয়া পৃথবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজনসমুহ ভিন্নতর ; (২) যুগের দিক দিয়াও প্রত্যেক যামানার প্রয়োজন ভিন্নরূপ। এই সকল প্রয়োজন ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বুজুর্গগণ স্ব স্ব যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআন মজীদের তফসীর ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কুরআন করীমের প্রকৃষ্ট কামালাত ও গুণাবলীর পুর্ণ বিকাশ, ليظهره على الدين كله (যাহাতে দ্বীনে ইসলামকে সকল দ্বীন ও মতবাদের উপর প্রাধান্য দান করেন)-এর সুসংবাদ অনুযায়ী, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর যুগেই নির্ধারিত ছিল। এই সেই বুনিয়াদী কাজ যাহা জামাত আহমদীয়ার উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে। আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন আমাদের যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কুরআন করীমের প্রকৃষ্ট কামালাতকে দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়া দেই যে বাস্তবতঃ উহা কেয়ামতকাল পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম। হুজুর বলেন, এই প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযিআল্লাহু তায়ালা আনহু)-এর প্রণীত 'তফসীরে কবীর' যদিও সম্পূর্ণ হইতে পারে

নাই. তথাপি ইহা দেখিয়া মানুষ বিস্ময়াবিভূত হয় যে, প্রায় যাবতীয় বুনিয়াদী প্রয়োজন ও চাহিদা উহার মধ্যে অতি বিশদভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। উক্ত তফসীর এবং অনুরূপভাবে হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর প্রণীত 'দিবাচা (পটভূমিকা) তফসিরুল কুরআন এক মহা মূল্যবান পুস্তক, ইহা বর্তমান যুগে অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রকাশ ও প্রচার হওয়া দরকার। হুজুর বলেন, ইহা একমাত্র আল্লাহতায়ালার ফজল যে, জামাত আহমদীয়া ইংরাজী, ওলন্দাজী (ডাচ), জার্মান, সোয়াহেলী ইত্যাদি ভাষায় কুরআন মজিদের তরজমা প্রকাশের তওফিক লাভ করিয়াছে। তৃতীয় খেলাফতকালের প্রারম্ভ (১৯৬৭ ইং) পর্যন্ত উক্ত তরজমা সমূহের ৫৩ হাজার কপি প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর এখন খেলাফতে সালেসার বিগত বার বৎসরে খোদাতায়ালার ফজলে উহাদের এক লক্ষ নব্বই হাজার কপি মুদ্রিত হইয়া জগৎ ব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন হোটেলসমূহে কুরআন করীমের কপিগুলি রাখার জন্য যে তাহরীক করিয়াছিলাম উহাও অসাধারণরূপে সাফল্য-মণ্ডিত হয়। আগামী দশ বৎসরে শুধু আফরিকান দেশগুলিতেই কুরআন করীমের দশ লক্ষ কপি রাখার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ কপি অপ্রতুল সাব্যস্ত হইবে। মোট কথা, আমাদের দোওয়া এই যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে উক্ত পরিকল্পনাটিকে সফল্যের সহিত বাস্তবায়িত করার তওফিক দান করুন। আমিন।

হুজুর আকদাস (আইঃ) সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, "আমাদের জামাতের সদস্যগণ আল্লাহ্তায়ালার ফজলে অত্যন্ত মুখলেস এবং তাঁহারা অত্যন্ত আত্মোৎসর্গ ও কুরবানীর পরিচয় দান করিতেছেন। আমাদের নব বংশধরের মধ্যেও অত্যন্ত আত্মচেতনা-বোধ, এখলাস ও নিষ্ঠা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কারণেই তাহারা কঠোরতর পরীক্ষা ও সংকটের সময়েও খোদাতায়ালার সন্তোষ এবং তাঁহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম কর্তৃক আনিত দ্বীনের গৌরবের জন্য ক্রমাগত সম্মুখপানে অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা প্রত্যেক প্রকারের বিপদাবলীর নির্ভিক চিত্তে মোকাবিলা করিয়াছে এবং নিজেদের দ্রুতগামীতায় শৈথিল্য আসিতে দেয় নাই। আমার বিবেচনায় আমাদের জামাতের যুবকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের আমলী নমুনা ও এখলাস এমনই ধরণের যে, সেগুলিকে যদি অতি মূল্যবান দুর্লভ মনি-মানিক্যের সহিতও পরিমাপ করা হয়, তথাপি উহাদের মূল্যায়ন হইতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন কোন সময়ে মানুষের দুর্বলতাও সংঘটিত হয়। এই 'বাশারী কমজোরী' বা মানবসুলভ দুর্বলতার চিকিৎসা ও সমাধান এই যে, আমাদের খুব বেশী বেশী তৌবা ও এস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করা উচিত এবং সর্বদা ইহা দৃষ্টিগোচর রাখা দরকার

যে, আমরা খোদাতায়ালার ফজলের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কখনও চিরস্থায়ী এনয়ামসমূহের উত্তরাধিকারী হইতে পারি না। যখন আমাদের প্রভু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন যে, 'আমিও খোদাতায়ালার ফজল ব্যতিরেকে জান্নাতে উত্তীর্ণ হতে পারিব না', তখন আমরা কি বা বস্তু এবং আমাদের শক্তিই বা কি? সেইজন্যই আমি সর্বদা এ বিষয়ের উপর জোর দেই যে, আমাদের জামাতের নিজেদের বিনয় ও আজেযীর মোকামকে কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু ইহারই পাশাপাশি তওয়াক্কুল এবং আশাবাদের অঞ্চলও সর্বদা দৃঢ়হস্তে ধরিয়া রাখা উচিত এবং এই জামানা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার দেওয়া বেশারত ও শুভ-সংবাদ সমূহের উপরও কামেল (পুর্ণ) ঈমান রাখা কর্ত্তব্য। এবং সদা এই দোওয়ায় নিয়োজিত থাকা উচিত, আল্লাহ্তায়ালা যেন আমাদিগকে সর্বদা তাঁহার মাগফিরাতের চাদরে আবৃত রাখেন। আমিন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণও ইসলামী বিধান ও শিক্ষার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে অনুভব করে, এবং স্বীকৃতিও দান করিতেছে? কিন্তু তাহারা এই প্রশ্ন করে যে, ইসলামী শিক্ষার উপর আমল ও উহা কার্যকরী কোথায় হইতেছে? এই সেই প্রশ্ন, যাহার জওয়াব দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের উপরন্যাস্ত করা হইয়াছে। আমাদিগকে উক্ত প্রশ্নের উত্তর আমাদের আমলী নমুনা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা পেশ করিতে হইবে। আমাদিগকে ইসলামের ইহ্সান ও কল্যাণবর্ষণ শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারা দুনিয়ার মানবহৃদয় সমূহকে জয় করিতে হইবে। এই কল্যাণবর্ষণ শক্তি নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্য জরুরী যে, প্রত্যেক আহ্মদী যেন প্রত্যেক প্রকারের ফেৎনা, ফসাদ ও উশৃংখলতা হইতে সর্বদা আত্মরক্ষা করে এবং দুরে থাকে; তাহার অন্তরে কাহাকেও দুঃখ দেওয়ার লেশমাত্রও কোন দূরবর্ত্তী ইচ্ছা-কামনাও স্থান না পায়; সে 'হুকুকুল্লাহ' (আল্লাহর প্রতি হক ও দায়িত্ব সমূহ) এবং হুকুকুল-এবাদ (বান্দা ও সৃষ্টজীবের প্রতি হক ও দায়িত্বসমূহ) পালনকারী হয় এবং সদা উঠিতে, বসিতে ও চলিতে, ফিরিতে আল্লাহতায়ালার ইহ্সান ও অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার যিকিরে নিমগ্ন ও আত্মবিভোর থাকে – ইহাই যিকরে-ইলাহির মূলতত্ত্ব ও আসল দৃষ্টি-ভঙ্গি। এবং ইহা কোনই কঠিন ব্যাপার নয়, শুধু অভ্যাস করার প্রয়োজন এবং ইহা বুঝা দরকার যে, এত সহজ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে অনন্ত জান্নাত সমূহ দানের ওয়াদা প্রদান করিয়াছেন। যদি মানুষ যিক্রে এলাহীকে তাহার চির স্বভাবে পরিণত করিয়া লয়, তাহা হইলে কোনও পরীক্ষা ও সংকট, কোনও উদ্বেগ ও বিপদ যিকরে-এলাহীর পথে তাহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

অবশেষে হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন, আমরা সেই খোদায় বিশ্বাসী, যাঁহার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমরা সেই রসুলের (সাঃ) উম্মত, যাঁহাকে খোদাতায়ালা 'রহমতুল্লি-আলামীন' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত, আমরা যেন জগতের জন্য সর্বতোভাবে রহমত স্বরূপ হই। আমাদের অন্তরের কোনও অংশে কখনও ক্রোধ ও ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি হইতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদিগকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের দুঃখ ও দুর্দশা মোচনের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং নিজেদের মোকাম ও মর্যাদা উপলব্ধি কর এবং তদনুযায়ী আমল ও কার্য সম্পাদন কর, যাহাতে আখেরী জামানায় হযরত রসুল আকরাম (সাঃ আঃ)-এর দ্বারা এবং তাঁহারই ফয়েজ ও কল্যাণে যে সর্বাঙ্গীন সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত আছে, এবং যাহার সম্পর্কে তিনি সুসংবাদ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন আমাদের জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাই। এখন আমি এই দোওয়ার উপর আমার বক্তৃতা শেষ করিতেছি যে আল্লাহতাআলা আমাদের সকলকে সুস্থ ও সুখী রাখুন। স্ব স্ব সফর ও বাসস্থানে আপনাদের হাফেজ ও নাসের হউন এবং যে জিম্মাদারীসমূহ আপনারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নির্বাহ ও সম্পন্ন করার তওফিক আপনাদিগকে দান করুন। খোদাতায়ালা আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টাসমূহ কবুল করুন এবং আমাদের জীবদ্দশাতে স্বীয় রহমতকারীর জ্যোতির্বিকাশ সমূহ প্রত্যক্ষ করান। জগৎ ব্যাপী ওয়াহেদ ও অদ্বিতীয় খোদার নাম সমুন্নত হউক এবং দ্বীনে-ইসলাম পৃথিবীর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ তথা সমগ্র পৃথিবীময় ছাইয়া পড়ুক আমিন।

অতঃপর হুজুর সমবেতভাবে দোওয়া করান। দোওয়া চলাকালে সমগ্র শুরা-পরিষদ হৃদয়বিগলিত ক্রন্দন, উচ্ছাস এবং আহোযারীতে উদ্বেল ও আত্মবিভোর থাকে। এজতেমায়ী দোওয়ার সহিত আন্তর্জাতিক জামাত আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্র রাবওয়ায় ৩১শে মার্চ ও ১লা ও ২রা এপ্রিল ১৯৭৮ই তারিখে অনুষ্ঠিত জামাতের ৫৭তম মজলিসে শুরার কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্য এবং খাইর ও বরকতের সহিত সমাপ্ত হয়। (আল-ফজল, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৮ইং)

ভুল সংশোধন

'আহমদী'-এর বিগত সংখ্যায় ১৩পৃঃ ১৫ ছত্রে হুজুর আকদাস (আইঃ) এর উদ্বোধনী ভাষণে নিম্নলিখিত কথাগুলি ভুল বশতঃ বাদ পড়িয়াছে ঃ

"(৩) যুগ-খালফা সংখ্যালঘুর রায়কে অনুমোদন দান করেন।"

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূলঃ হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২৭)

আন্ত-ধর্মীয় সম্পর্ক :

এই পর্যায়ে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়। পৃথিবীর কোন ধর্ম অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টির পর্যালোচনা দ্বারা আমরা কোন ধর্মের মৌলিকত্ব, সহনশীলতা এবং ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রেরিত ঐশী ব্যবস্থা এবং প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সত্যিকার শিক্ষা কি তা পরিমাপ করে দেখতে পারি। আরো লক্ষ্যনীয় যে, হযরত মীর্যা সাহেবের আবির্ভাবের পূর্বে প্রত্যেকটি ধর্ম অন্য ধর্ম এবং ধর্মের প্রবর্তককে 'মিথ্যা' বলে মনে করতো এবং সাধারণভাবে ইহাই প্রচারিত বিষয় ছিল। ইহুদীরা যীশুখৃষ্টকে মিথ্যা দাবীকারক বলে ধারণা পোষণ করতো, খৃষ্টানগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মিথ্যা নবী বলে মনে করে এসেছে, পার্শী ধর্মীয়গণ অপার্শী ধর্ম ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতাদের মিথ্যা বলে বিশ্বাস করেছে এবং অপার্শীগণও পাল্টভাবে পার্শীদের মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে, ইত্যাদি। ফলে ধর্মে ধর্মে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-কলহ অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এক ধর্ম বা ধর্মাবলম্বী কর্তৃক অন্য ধর্ম এবং ধর্মাবলম্বীদের প্রতি এই মিথ্যারোপ পদ্ধতি যেমন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল তেমনিভাবে এর পরিণামও হয়েছে খুবই মর্মান্তিক। মূলতঃ এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে যুক্তি বিরোধী ছিল। কেননা সকল ধর্মেই নিঃসন্দেহে কিছু না কিছু মৌলিক সত্যের প্রমাণ রয়েছে, অনেক সত্য ও সুন্দরের শিক্ষা নিহিত রয়েছে এবং কোন না কোনভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সকল ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকল ধর্ম-শিক্ষকই সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

এই সকল বিষয়ের প্রেক্ষিতে আমরা কি ধরণের সমাধান আশা করতে পারি? নিজ ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক এবং মনোভাব কিভাবে রাখা সম্ভব—এই প্রশ্নের কোন সমাধান বা সমন্বয় হতে পারে কি?

"যত মত তত পথ"-এর অসারতা :

হিন্দুদের মধ্যে যারা উদারপন্থী তাঁরা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য একটা সমাধান এভাবে পেশ করেছেন : সকল ধর্মই স্রষ্টার কাছ থেকে এসেছে এবং সকল ধর্মই মানুষকে স্রষ্টার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়—যেমন বিভিন্ন রাস্তা ধরে একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব। অর্থাৎ তাঁদের মতে যত মত, তত পথ। উদারপন্থী হিন্দুগণের এই ধারণা মেনে নিতে হলে দুটি প্রধান অসুবিধার সৃষ্টি হতে বাধ্য। সংক্ষেপে বিষয় দুটো উল্লেখ করা হলো।

প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে যে, অধুনা যে সকল ধর্ম রয়েছে সেগুলো যদি স্রষ্টার কাছ থেকেই এসে থাকে এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদেক যথাযথভাবে স্রষ্টার দিকেই পরিচালিত করে, তাহলে এই সকল ধর্ম পরস্পর বিরোধী শিক্ষা দেয় কেন এবং কতকগুলো মৌলিক এবং গুরুত্বপুর্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা দেয় কেন? সামান্য সামান্য বিষয়ে অথবা বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মৌলিক বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতর শিক্ষার কারণ কি? বিভিন্ন পথে একই মনজিলে পৌঁছা যেতে পারে—কিন্তু সেই পথ সমূহ মূলতঃ মনজিলের দিকে মুখ করেই অগ্রসর হতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহুদী এবং মুসলমানদের কাছে খোদা বলেন : "আমি এক ও অদ্বিতীয়", আবার পার্শীদের কাছে খোদা বলেন : "আমি দুই", খৃষ্টানদের কাছে খোদা বলেন : "আমি তিন", হিন্দুদের কাছে খোদা বলেন : "আমি বহু" এবং চীনাদের কাছে খোদা বলেন : "আমি সর্বব্যাপী এবং আমি সবকিছু"। এই সকল পরস্পর বিরোধী শিক্ষা কেমন করে একই স্রষ্টার কাছ থেকে উদ্ভূত হতে পারে এবং কিভাবে সেই স্রষ্টার নৈকট্য লাভে সাহায্য করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে ইহা একটা অসম্ভব এবং ধারনাতীত বিষয়। তেমনীভাবে ইহাও অযৌক্তিক এবং অকল্পনীয় বিষয় যে, এক জাতিতে স্রষ্টা এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তিনি সুক্ষ্ম তিসুক্ষ্মরূপে অদৃশ্য অর্থাৎ তিনি মুর্ত্তি বা আকৃতি গ্রহণ করেন না; আবার অন্য জাতিকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, তিনি মানবীয় দেহ ধারণ করেন এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুরও রূপ পরিগ্রহ করেন।

দ্বিতীয়তঃ হিন্দুদের "যত মত তত পথ" সম্পর্কিত ধারণাটি সম্বন্ধে আর একটি অসুবিধা হলো এই যে, যদিও তাদের ধারণা অনুযায়ী সকল ধর্মই খোদার কাছ থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ ঐশী উৎস এবং সত্যতার অধিকারী, তবুও তাঁদের মতে কোন কারণে হিন্দু-ধর্মই সর্বোত্তম ধর্ম। তাঁরা বলেন যে, এর কারণ হলো হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম ধর্ম। এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে তো অনেকগুলি কঠিন প্রশ্ন স্বভাবতই দেখা দিবে। যদি সৃষ্টির প্রারম্ভেই হিন্দুধর্মকে স্রষ্টা

সর্বোত্তম ধর্ম-বিধানরূপে পাঠিয়ে থাকতেন তা'হলে সেই সর্বোত্তম ধর্ম প্রেরণের পরে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুলো প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল? প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেরিত সেই মূল ধর্মটি অবিকৃতভাবে টিকে থাকতে পারলো না কেন এবং সমস্ত পৃথিবীতে এতকাল ধরেও সেই সর্বোত্তম ধর্ম বিস্তার লাভ করতে পারলো না কেন?

সুতরাং "যত মত, তত পথ" জাতীয় উদারপন্থী হিন্দুধর্মীয় সমাধান মূলতঃ কোন সমাধানই নয়।

আন্ত-ধর্মীয় সম্পর্ক ও খৃষ্ট-ধর্ম:

হিন্দুধর্মীয় সমাধানের 'যত মত তত পথে'র অসারতার কথা এই পর্যন্ত থাক। এখন আমরা প্রচলিত খৃষ্ট-ধর্মের আন্ত-ধর্মীয় সম্পর্ক জনিত বিষয়ে প্রদত্ত সমাধানের উল্লেখ করবো। খৃষ্টানদের মতে খোদাতা'লা যীশুর মাধ্যমে সমস্ত মানবমণ্ডলীকে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা লাভের জন্য আহ্বান করেছেন অর্থাৎ তিনি কোন বিশেষ জাতিকে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য পসন্দ করেন নাই। তাঁদের মতে তিনি সবাইকে আহ্বান জানিয়াছেন—কিন্তু কিছু লোক যারা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, শুধু তাঁরাই খোদার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত এবং যারা সাড়া দেয় নাই তারা সকলেই অনুগ্রহ-বঞ্চিত। খৃষ্টানদের এই সমাধানের মধ্যেও বহু অসুবিধা ও ত্রুটি রয়েছে। কারণ, বাইবেল থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, যীশু সমগ্র মানবমণ্ডলীকে ঐশী অনুগ্রহ লাভের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বান, তা যা-ই হোক না কেন—শুধুমাত্র ইসরাইল বংশের জন্যই ছিল। তাঁর আহ্বান সার্বজনীন আহ্বান ছিল না। যদি এতদসত্ত্বেও ধরে নেওয়া হয় যে তাঁর আহ্বান সর্বজনীনই ছিল, তথাপি তাঁর সেই আহ্বান দ্বারা যীশুর জন্মের পূর্বেকার কোটি কোটি মানুষ কিভাবে উপকৃত হতে পারে? সেই সকল লোক তো যীশু সম্বন্ধে এবং যীশুর মাধ্যমে খোদার করুণা লাভের আহ্বান সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। যীশুর পূর্বেকার ঐ লোকদের মধ্যে বহু নবী, প্রোফেট এবং সাধু ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন জাতি কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন এবং এমনকি বাইবেলের লেখকগণও তাঁদেক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। এই সকল মহামানব জগতে জন্ম নিয়েছেন, কালক্রমে এন্তেকালও করেছেন, কিন্তু খৃষ্টানদের মতে তাঁরাও খোদার করুণা ও অনুগ্রহ লাভ করেন নাই। সেই সকল মহাপুরুষ যীশুর মাধ্যমে খোদার অনুগ্রহ ও করুণারাজি বণ্টনের কথা কখনও শুনেনই নাই, অথচ তাঁরা কেন খোদার করুণা থেকে বঞ্চিত হলেন—তাঁদের কি দোষ ছিল?

তাছাড়া আর একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: যীশুর পূর্বেকার জাতি সমূহের জন্য খোদাতা'লা কি ব্যবস্থা করেছিলেন? সেই সব জাতি কি স্বর্গীয় বিধান ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহ'লে তার কারণ কি?

হযরত মীর্যা সাহেব প্রদত্ত ইসলামী সমাধান :

প্রকৃতপক্ষে এই সকল প্রশ্নের খৃষ্টধর্ম কোন সদুত্তর নেই। অনুরূপভাবে শিখ-ধর্ম ও হিন্দু-ধর্মও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের কোন সঠিক সমাধান নেই। সেই প্রসঙ্গটি ছিল : পৃথিবীতে এতগুলি ধর্ম কেন, আন্তঃ-ধর্মীয় ভেদাভেদের কারণ কি এবং আন্তঃধর্মীয় সুসম্পর্কের মূল-ভিত্তিজনিত সমাধান কি? হযরত মীর্যা সাহেব এই প্রশ্নগুলোর সঠিক সমাধান পেশ করলেন ইসলামের শিক্ষার আলোকে। তিনি যে ইসলামী সমাধান পেশ করলেন তার ফলশ্রুতিতে দেখা যাবে যে, এক ধর্ম কর্তৃক অন্য ধর্মের অথবা ধর্ম-প্রবর্তক প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার এবং এক ধর্ম কর্তৃক অন্য ধর্মের প্রতি অযথা মিথ্যারোপ করা অথবা খোদাতায়ালার অনুগ্রহরাজি হতে বঞ্চিত মনে করার কোনই প্রয়োজন নাই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ (ওয়া ইম্-মেন উম্মাতেন ইল্লা খালা ফিহা নাযীর)

অর্থ:—এমন কোন জাতি নাই যাহার মধ্যে কোন সর্তককারী প্রেরণ করা হয় নাই। (সুরা ফাতের : ২৫)।

সকল দেশে এবং জাতিতে সতর্ককারী নবী রসুল আবির্ভূত হয়েছেন। সকলের শেষে সকল মানব মণ্ডলীর জন্য এসেছে ইসলাম। কোন জাতিই ঐশী পরিকল্পনার বহির্ভূত নয়। একমাত্র ইসলাম ধর্মই পূর্ববর্তী সকল ধর্মের পূর্ণতা স্বরূপ প্রেরিত হয়েছে। মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌তা'লার সর্বশেষ এবং পূর্ণতম বিধান আল কুরআন।

এই ইসলামী তত্ত্ব ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। পূর্ববর্তী অহী-ইলহামগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় নাই, সেগুলো বাহ্যিক হস্তক্ষেপের ফলে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে অনেক আগেই। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন আজ পর্যন্ত, যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে ছিল, ঠিক তেমনি অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে এবং যে কোন লোক আজও তেমনিভাবে মূল আরবীতে আল-কুরআন পাঠ করতে পারে। এই বাস্তব ঘটনার পশ্চাতে যে বিরাট ঐশী পরিকল্পনা কার্যকর রয়েছে, তার উদ্দেশ্য খুবই সুস্পষ্ট। পূর্ববর্তী নবীদের বাণী এবং শিক্ষা তাঁদের নিজ নিজ যুগের জন্যই প্রেরিত হয়েছিল। সেই সকল নবী ও মহামানবকে নিশ্চয়ই সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁদের উচ্চাঙ্গের মর্যাদা দিতে হবে। ইসলামের আবির্ভাবের পর অতীতের সকল নবী-রসুলের শিক্ষা ইসলামের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ইসলামের সর্বাঙ্গীন ও শাশ্বত শিক্ষা অতীতের সকল দেশ বা কাল-ভিত্তিক আংশিক শিক্ষাগুলোকে অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ীরূপ দান করেছে। এইজন্যই ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী একমাত্র পবিত্র কুরআনই অবিকৃতভাবে আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা-ই থাকবে।

পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণ এবং তাঁদের শিক্ষা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবই সত্য এবং একই স্রষ্টা আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকেই উৎসারিত। কিন্তু সেই সকল নবী-রসুল এবং তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা কালক্রমে মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে নানাভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনের প্রতিটি অক্ষর অবিকৃতরূপে সংরক্ষিত রয়েছে। হযরত মির্যা সাহেব এইভাবে সকল মানুষের সামনে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে সমস্ত বিষয়টিকে তুলে ধরলেন। তিনি প্রচার করলেন যে, অতীতের সকল শিক্ষা এবং সকল নবী-রসুলই সত্য ছিলেন এবং তাঁরা খুবই সম্মানার্হ শুধু সেই নবীদের শিক্ষা সম্বলিত গ্রন্থাবলী (এখন যেভাবে সেগুলো পাওয়া যায়) বিকৃত হওয়ার কারণে পুরাপুরি সত্য নয়। তাঁর এই ব্যাখ্যা আন্ত-ধর্মীয় সুসম্পর্কের জন্য এবং প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। তিনি ইসলামের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন, ইসলামের সার্বজনীনতার স্বরূপ প্রদর্শন করলেন এবং সেইসংগে অতীতের নবী রসুলদের সত্যতা ও অনন্যসাধারণতা সম্মানজনক মর্যাদা প্রদানের শিক্ষা দান করলেন। অতঃপর তিনি ধর্মীয় মতভেদ সংক্রান্ত বিষয়ে মীমাংসার জন্য শুধু নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে যুক্তি পেশ করতঃ তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের জন্য পৃথিবীর সকল ধর্মকে শান্তিপূর্ণ আহবান জানালেন। তিনি ইসলামের সংগে অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক ভাবে গুনাগুন বিচারের জন্য খোদাতা'লার কাছ হতে উৎসারিত জীবন্ত নিদর্শন প্রদর্শনের পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য যে কোন ধর্মের লোকদেরকে আহবান জানালেন। শেষোক্ত বিষয় দুটো সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করবো। ক্রমশঃ)

('দাওয়াত-উল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

শুভ-বিবাহ

তারুয়া নিবাসী মৌঃ আবদুল জাহের সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা মোছাঃ রেহেনা বেগম এর সহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (টেকের পাড়) নিবাসী মৌঃ হোছেন আলী মিয়ার দ্বিতীয় পুত্র মোঃ আবু তাহের মিয়ার শুভ বিবাহ পাঁচ হাজার পাঁচ শত পঞ্চান্ন টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ ছলিমুল্লা সাহেব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের এ বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন জানাইতেছি। (মোঃ আঃ আউয়াল শালগাও।)

সংবাদ

কলিকাতা ও পঃ বাংলার বিভিন্ন জামাতে সভা অনুষ্ঠিত

কাশ্মীরে অবস্থিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর এবং কাদিয়ান যিয়ারত

বিগত ১৫ ও ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৮ ইং তারিখে কলিকাতায় পশ্চিম বাংলার জামাত আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কাদিয়ান হইতে হযরত মির্যা ওয়াসীম আহ্‌মদ সাহেব, নাজের আ'লা ও মকামী আমীর ও মৌলানা শরীফ আহ্‌মদ আমীনি, নাজের দাওয়াত ও তবলীগ এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মোবাল্লেগ ও বক্তা জলসায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। উল্লেখযোগ্য আলহাজ্ব চৌধুরী আহ্‌মদ তওফিক সাহেব কলিকাতার আমীর সাহেবের আমন্ত্রণে উক্ত জলসায় যোগদান পূর্বক ভাষণ দান করেন। জলসার একটি অধিবেশন মসলিম ইষ্টি চউটে অতি সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৭ তারিখে প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

এতদ্ব্যতীত, ভরতপুর, সরিষা ডায়মণ্ড হারবার, ঘুটিয়ারী শরীফ, বিথরী প্রভৃতি স্থানে জামাত আহ্‌মদীয়ার জলসা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। মুবাল্লেগ সাহেবান ব্যতীত আলহাজ্ব চৌঃ আহমদ তৌফিক সাহেবও উক্ত জলসা সমূহে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। জনাব চৌধুরী সাহেব কলিকাতা হইতে কাশ্মীর সফর করেন এবং ২৬ তারিখে তিনি শ্রীনগরে খানইয়ার ষ্ট্রীটে অবস্থিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর যিয়ায়ত করেন এবং এই ঐতিহাসিক স্মৃতি স্বচক্ষে দর্শন করার পর তিনি কাদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে তিনি হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কবর যিয়ারত করেন এবং মসজিদ মোবারক ও বয়তুদ-দোওয়ায় বিশেষভাবে এবাদত ও দোওয়া করার তওফিক লাভ করেন।

কটিয়াদীতে তবলিগী সভা

বিগত ইং ৯/৪/৭৮ তারিখে রবিবার দিন কটিয়াদী এবং তেরগাতী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কটিয়াদী আঞ্জুমানে এক ধর্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অধিবেশন চালু থাকে। উক্ত সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন সর্বজনাব জাকিউদ্দিন আহমেদ সাহেব, অধ্যাপক আমীর হুসেন সাহেব, মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব (সদর মুরুব্বী) ও হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেব। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর সভার সভাপতি জনাব সৈয়দ আনুয়ার আলী সাহেব সভায় আগত সকল মেহমানকে স্বাগত অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। তারপর মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহ্‌মদ সাহেব দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করেন উক্ত জলসায় স্থানীয় আহ্‌মদীগণ ছাড়াও অনেক হিন্দু মুসলমান সভায় যোগদান করেন এবং অত্যন্ত মনযোগের সহিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর দেওয়া বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন। আল্লাহ্‌র ফজলে অত্যন্ত শান্তি পূর্ণ ভাবে জলসার কাজ সুসম্পন্ন হয়। (মোঃ ইজাজুল হক, প্রেসিডেন্ট কটিয়াদি, আঃ আঃ)

কানাইনগরে জলসা অনুষ্ঠিত

বিগত ৭ই মে রোজ রবিবার ঢাকা হইতে চৌদ্দমাইল দূরবর্তী কানাইনগর জামাত আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সাফল্যের সহিত এক মনোজ্ঞ তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল চার ঘটিকায় মহতারম জনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান, নায়েব আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়। মৌঃ কারী মাহ্‌ফুজল হক সাহেব কুরআন-পাক তেলাওয়াত করেন। তারপর এম, এম, হাবিবুল্লাহ্‌ সাহেব নজম পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর কুরআন করীম ও হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও মাহাত্ম, দ্বীনে ইসলামের কামালাত ও সৌন্দর্য্য, চৌদ্দশতাব্দীর গুরুত্ব ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের আবশ্যকতা ও সত্যতার অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী, ওফাতে ঈসা (আঃ) ও খতমে-নবুয়ত এবং জামাত আহ্‌মদীয়া কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও উহার মহান সুফল সমূহ বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ (সদর মুরুব্বী), মৌঃ মোঃ ছলিমুল্লাহ্‌ (সদর মুয়াল্লেম), জনাব আনোয়ার আলী (নারায়নগঞ্জ) এবং জনাব গণী আহ্‌মদ (ঢাকা)।

মঞ্চ ও সামিয়ানা এবং লাউড্‌স্পিকারের সুব্যবস্থা ছিল। ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ হইতে আগত আহ্‌মদীগণ ব্যতীত বহুসংখ্যক স্থানীয় গয়র আহ্‌মদী ভ্রাতাগণ উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত সকল বক্তৃতা শ্রবণ করেন। জলসা শেষে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আলাপ আলোচনাও করেন।

সভা ও সেমিনার

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজলে অদ্য ৩০/৪/৭৭ ইঃ শাঃ (৩০/৪/৭৮ ইং) রোজ রবিবার সকাল ১১ ঘটিকায় ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মাসিক সাধারণ সভা এবং হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর লিখিত "এক গলতি কা ইজালা" (একটি ভুলের সংশোধন) পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্‌র ফজলে খোদ্দামের উপস্থিতি ভালই ছিলো। এবং কয়েকজন গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতাও ইহাতে যোগদান করেন

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার অনুষ্ঠানের পরে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার মোকামী কায়েদ জনাব মোবাশসের-উর-রহমান সাহেব সম্পূর্ণ পুস্তকটি পাঠ করেন। এরপর উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং সেই সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব।

অতঃপর সভা ও সেমিনারের সভাপতি বিভাগীয় কায়েদ জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব সমাপ্তি ভাষণ দেন। দোয়ার পর সভা সমাপ্ত হয়। —মোতামাদ

ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

বয়েত গ্রহণ ও দোওয়ার আবেদন

বিগত ২৮/৪/৭৮ ইং শুক্রবার বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার মোহতরম জনাব আমীর সাহেব, সদর মুরুব্বী এবং আরো অনেক ভ্রাতার উপস্থিতিতে নোয়াখালী জেলার ওয়াসেকপুর নিবাসী জনাব সেকান্দর আহমদ এবং ফরিদপুর জেলার সখীপুর নিবাসী জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন, আহমদীয়া জামাতে বয়েত গ্রহণ করেন। এবং ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সেকান্দর সাহেবের বড় ভাই তাঁহার নিজেদের ঈমানের তরক্কী ও ইস্তেকামত এবং সার্বিক উন্নতির জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করিয়াছেন।

সুসংবাদ ও শোকর গোজারী

আমাদের প্রবীণ আহ্‌মদী ভ্রাতা মৌলভী মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব বাংলা নব-বর্ষ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির পদকে ভূষিত হইয়াছেন। কৃষি সাহিত্যে বিশ্লেষনমূলক অবদান রাখার জন্য সরকার এই স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে এ পদক প্রদান করিয়াছেন। তাঁর এ গৌরব যাহাতে তাঁর নিজের এবং সবার জন্য কল্যাণ কর হয় সেজন্য সকল ভ্রাতা ও -ভগ্নির সমীপে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভারুয়ানিবাসী মৌ: আহ্‌মদ আলী সাহেবের ৪র্থ পুত্র মুদাববের আহ্‌মদ আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে তালশহর হাই স্কুল হইতে ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষায় ২য় গ্রেডে কৃতকার্য হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ্‌।

ঘাটুরানিবাসী মৌ: ছলিমুল্লাহ্‌ সাহেবের ৪র্থ পুত্র এস, এম, রহমতুল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ঘাটুরা মডেল প্রাইমারী স্কুল হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষায় ২য় গ্রেডে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। আল-হামদু লল্লাহ্‌।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি কৃতি ছাত্রদ্বয়ের জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাহাদের উক্ত কৃতিত্বকে বরকতময় করেন এবং তাহাদিগকে খাদেমে-দ্বীন বানান। আমীন।

শোক-সংবাদ

দুর্গারামপুর নিবাসী প্রবীণ আহ্‌মদী জনাব সফর আলী সাহেব বিগত ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে ১০ ঘটিকায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৬৫ বৎসর। তিনি মুখলেস ও ত্যাগী আহ্‌মদী মুসলিম ছিলেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার খাদেম ও মুয়াজ্জেনের কাজ নিষ্ঠার সহিত পালন করার তওফিক লাভ করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার রুহের মাগফেরাত করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে ধৈর্য ধারণ করার এবং তাঁহার নেক আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলার তওফিক দিন। আমীন

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

লণ্ডনে অনুষ্ঠিতব্য

আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এবং বিশেষ দোওয়ার তাহরীক

২৮শে এপ্রিল ১৯৭৮ ইং রাবওয়া (মসজিদে আকসা)—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জুমার নামাযের খোৎবায় জগৎব্যাপী ইসলাম প্রচারের মহান দায়িত্ব সম্পাদনে নিয়োজিত আহ্‌মদী মোবাল্লেগগণ এবং লণ্ডনে ২রা, ৩রা, ও ৪ঠা জুন ১৯৭৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের কামিয়াবীর উদ্দেশ্যে বিশেষ দোওয়ার জন্য তাহরীক করেন। এই প্রসঙ্গে হুজুর বলেন: "জামাত আহ্‌মদীয়ার দ্বারা যে মুজাহেদা এখন জারী আছে, উহার কোন কোন প্রোগ্রাম বিশেষ তাৎপর্যবহ হইয়া থাকে। যেমন, যুগ-ইমাম বা খলিফা যদি বহির্দেশে যাইয়া মানুষের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছান, তাহা হইলে উহা এক বিশেষ গুণ ও তাৎপর্য বহণ করে, প্রভাব ও আকর্ষণের দিক দিয়া সমগ্র জগতের সহিত উহার সম্পর্ক থাকে।

এখন ২রা, ৩রা এবং ৪ঠা জুন ১৯৭৮ ইং লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত কনফারেন্সে খৃষ্টান গভেষক পণ্ডিতগণ সেই সকল বক্তব্য ও সন্দর্ভ পেশ করিবেন, যেগুলির দ্বারা সপ্রমাণিত হইবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কুরআন করীমের এই বর্ণনা সত্য:—(৪ : ১৫৯) وما قتلوه وما صلبوه অর্থাৎ হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) কতলও হন নাই এবং ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মারাও যান নাই। বহু খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নিজেদের সারগর্ভ পুস্তক-পুস্তিকায় উক্ত কুরআনী বর্ণনার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং এইরূপে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবনের এক ধ্রুব সত্য খোলাখোলিভাবে সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এখন তথাকার কোন কোন মহল উক্ত কনফারেন্সের বিরোধিতা আরম্ভ হইয়াছে। অথচ ইহার বিরোধিতা করা অসঙ্গত এবং কোন যথার্থ যুক্তি তাহাদের এই ক্রোধ ও বিরোধিতার যথার্থতা প্রমাণ করিতে পারে না। এই বিরোধিতাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে আমাদের প্রচেষ্টা সমূহের কবুলিয়তের নিদর্শনস্বরূপ। যাহা হউক, আমাদের কাজ এই যে, আমরা যুক্তি প্রমাণ, প্রেম, ভালবাসা ও দোওয়া এবং আসমানী নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আল্লাহ্‌তায়ালার একত্ব এবং রসুল আকরাম (সাঃ আঃ)-এর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকিব। পরিশেষে হুজুর (আঃ) আরও বলেন, সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি দোওয়া করুন সেই সকল মোবাল্লেগগণের জন্য, যাঁহারা দেশ দেশান্তরে এবং জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত এখলাসের সহিত ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত আছেন।" (পূর্ণ খোৎবা আগামী সংখ্যায় আসিবে)

—অহমদ সাদেক মাহমুদ

খোদ্দাম ও আতফালের পাতা (১০)

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

কুরআন ক্লাশ ঃ

সুরা বাকারা : ১৬ আয়াত الله يستهزئ بهم و يمدهم فى طغيانهم يعمهون

। আল্লাহু ইয়াসতহ্যযেয়ু বেহিম ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম ফি তুগইয়ানেহিম ইয়ামাহুন।

শব্দার্থ :—ইয়াসতহ্যেয়ু—হাসি বিদ্রূপের শাস্তি দিবেন। ইয়ামুদ্দুহুম—তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। তুগইয়ানেহিম—তাহাদের বিপথগামীতা বা বাড়াবাড়ির (মধ্যে)। ইয়ামাহুন—অন্ধের মত ঘুরপাক পাক খাইবে।

অনুবাদ :—আল্লাহ তাহাদের হাসি-বিদ্রূপের (যথাযথ) শস্তি দিবেন এবং তাহাদিগকে বিপথগামীতা (বাড়াবাড়ির) মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন যাহাতে তাহারা অন্ধের ন্যায় ঘোরাফেরা করিবে।

হাদীসের ক্লাশ ঃ

لا يرد القضاء الا الدعاء و لا يزيد فى العمر الا البر -

লা ইয়ারুদ্দুল ক্বাযায়া ইল্লা'দ্ দোয়ায়ু ওয়ালা ইয়াজিদু ফিল উমরে ইল্লাল বেররু।

অর্থ :— দোয়া ছাড়া তকদীর অন্য কোন কিছু পরিবর্তন করিতে পারে না এবং পূণ্য কর্ম ছাড় আয়ু বাড়ানো যায় না। (তিরমিযি শরীফ)।

৩। কালামে মসীহ মওউদ (আঃ)

وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت —

میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا -

"ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা না কেসি আওর কা ওয়াক্ত ম্যায় না আতা তো কোই আওর হী আয়া হোতা।"

অর্থ :—ইহাই সেই সময়—মসীহের জন্য প্রতিশ্রুত সময়, অন্য কাহারো জন্য এই সময় নহে. যদি আমি না আসিতাম তাহা হইলে অন্য কেহ আসিতেন।

৪। মজলিশ বার্তা :-

০ নুছরতাবাদ মজলীসে খোদ্দামুল আহ্মদীয়ায় (কুষ্টিয়া) "ওফাতে মসীহ"-এর উপর আলোচনা সভা গত মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনায় খোদ্দাম ছাড়া আনসার ভাইগণও উপস্থিত ছিলেন।

০ মাহিগঞ্জ (রংপুর) মজলিসের কায়েদ সাহেব জানিয়েছেন যে সেখানে বিগত জলসার পর লোকেল মজলিসের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মজলিসের তরফ হতে কতিপয় এলান :

(১) আলোচনা সভা :—প্রত্যেক মজলিসের কায়েদ সাহেবকে জানানো যাচ্ছে যে, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে "ওফাতে মসীহ"—এই বিষয়ের উপর বিশেষ আলোচনা সভা করে অত্র কেন্দ্রে পৃথকভাবে চিঠির মারফত রিপোর্ট পাঠাবেন।

(২ উর্দু ক্লাশ :—প্রত্যেক মজলিসে সাপ্তাহিক উর্দু ক্লাশ চালু করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রত্যেক বিভাগীয় কায়েদ এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন এবং Progress Report পাঠাবেন।

(৩) মাসিক রিপোর্ট :—যে সকল মজলিস এখনও এপ্রিল মাসের রিপোর্ট নিয়মিত ভাবে পাঠায় নাই, পরবর্তী সংখ্যায় সেগুলির নাম প্রকাশ করা হবে। প্রত্যেক মজলিসের সচেষ্ট হওয়া উচিত যেন সত্বর উক্ত রিপোর্ট অত্র কেন্দ্রে পৌঁছে যায়।

(৪) জেলা কায়েদ :—জেলা কায়েদ সাহেবগণকে তাঁদের অধীনস্থ মজলিস সমূহ সফর করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সফরের রিপোর্ট অত্র অফিসে পাঠাতে হবে।

(৫) তালিম তরবীয়তী ক্লাশ :—আগামী জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে দশদিন ব্যাপী এই ক্লাশ অনুষ্ঠিত হবে (ইনশাল্লাহ)। সঠিক তারিখ সার্কুলারযোগে জানানো হচ্ছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে এবারের ক্লাশে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হবে :—

ক) কুরআন ক্লাশ :—সুরা ফাতেহা, বাকারা তিন রুকু, সুরা শামস এবং শেষোক্ত ৮টি সুরাহ্ অর্থসহ।

খ) উর্দু ক্লাশ :—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উর্দু পুস্তক পাঠ করতে পারার মত ব্যবস্থা করা।

ত্রিত্ববাদের অসারতা এবং হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা।

উপরোক্ত ক্লাশে যোগদানের জন্য এখন থেকে প্রত্যেক খাদেমকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সূরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহর নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar